মেহেরপুরে আইবিডব্লিউএফ’র মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এন্ড বিজনেসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত মত বিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী বাজার সিঙ্গার শো রুমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা আইবিডব্লিউফ এর সভাপতি ফকির মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ এর মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আইবিডব্লিউএফ এর সভাপতি খালিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম পলাশ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গাংনী উপজেলা আমীর ও আইবিডব্লিউএফ উপদেষ্টা ডাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম, আইবিডব্লিউএফ এর সাবেক জেলা সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা কর্মপরিষদ সদস্য নাজমুল হুদা, ইসলামী ব্যাংক গাংনী শাখার ম্যানেজার অপারেশন মোঃ হাসিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর আইবিডব্লিউএফ সভাপতি মনিরুল ইসলাম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক, বায়তুল মাল ও রাজনৈতিক সেক্রেটারি মোঃ জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন সততার মাধ্যমে আমাদের সকলকে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে হবে এবং সকল পন্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ভাল পন্য উল্লেখ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা রিজিকের ৯০ ভাগ ব্যবসার মাধ্যমে আসে তাই আমাদের সৎ সকল ব্যবসায়ীকে সৎ ও নির্ভীক হতে হবে। রাসুল বলেছেন ব্যবসিক রা নবী- রাসূল ও শহীদদের সাথে জান্নাতে থাকবেন সেজন্য আমাদেরকে সততার সাথে ব্যবসা করতে হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিহত রোমানা আক্তার মেহেরপুর শহরের কাশ্যব পাড়ার মৃত খোকন আলীর কন্যা। তিনি ঢাকা জেলা জজ আদালতে শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরো তিন জন।

জানা যায়, মেহেরপুর হতে গাংনী যাওয়ার পথে গাড়াডোব নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন ৪ জন। রোমানা আক্তার কে গুরুতর আহত অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ সময় বাকি তিনজনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের মেডিকেল অফিসার তারিক আহমেদ জানান, গুরুতর আঘাতের ফলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে|

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ব্যক্তিগত কোন কাজে মেহেরপুর থেকে গাংনীর উদ্দেশ্যে চাচাতো ভাই বাবুকে সাথে করে রওনা দেয় রোমানা আক্তার।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে চাঁদা দাবি সম্বলিত চিরকুট ও দুটি হাতবোমা উদ্ধার

তিন লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে গরু খামারীর গরু খামারের সামনে দুটি হাতবোমা ও চিরকুট রেখেছে দূর্বৃত্তরা।

আজ শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশ হাতবোমা ও চিরকুটটি উদ্ধার করে থানায় নিয়েছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

চিরকুটে লেখা রয়েছে- ৩ লাখ টাকা চাঁদা না দিলে বাড়ি ঘর থাকবে,

কিন্তু তুই থাকবিনা। টাকা না দিলে তোকে মেরে ফেলা হবে।

প্রবাস ফেরৎ গরু খামারি ইসারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে।

গরু খামারি ইসারুল ইসলাম জানান, আমার বাড়ির পাশে গরুর খামারের সামনে একটি প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগের মধ্যে লালকসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাল কচটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা দুটি উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ইসারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে ছিলেন। বছরখানেক আগে বাড়ি ফিরে বাড়ির সাথে গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। তবে, কারা বোমা রেখে চাঁদা দাবি করছেন তা নিশ্চিত হতে পারছে না প্রবাস ফেরৎ খামারি ইসারুল ইসলাম।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা শুরু করেছে পুলিশ।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বপন আলী নামের এক স্কুল শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নে নিশিপুর সড়কে তাকে আটক করা হয়। এসময় শিক্ষক স্বপন আলীর মোটরসাইকেল তল্লাশী করে ১৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। আটককৃত স্বপন আলী ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কাজীপুর গ্রামের মৃত নবীর উদ্দিনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এএসআই কালাম বলেন, বামন্দী নিশিপুর এলাকায়

ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিশিপুর এলাকা থেকে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়। এসময় ১৫ বোতল ফেনসিডিল ও পাচার কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বাণী ইসরাইল আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত স্বপন আলীকে মাদক মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে সার সংকট সমাধানে কৃষকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে সার সংকটের সমাধানে মানববন্ধন করেছেন কৃষকরা। আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ও জেলা যুব দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, ষোলটাকা গ্রামের কৃষক সামছুল হক, বক্তব্যে বলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন যোগদান করার পর থেকে অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে অফিস পরিচালনা করে আসছেন। তিনি গাংনী কৃষি অফিসে ২০২৩ বিসিআইসি ডিলারদের সাথে সুবিধা নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ করেন। ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার, পারিবারিক পুষ্টি বাগানের অর্থ, কৃষি খামার যন্ত্রপাতি (মেশিনারীজ) বিক্রয়, বিভিন্ন কৃষি প্রনোদনাসহ প্রদর্শনী প্লটের কেলেংকারী ও নানা অনিয়ম দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে কৃষি কর্মকর্তার দূর্নীতি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনকারীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৬ বছর এক টানা আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকার কারনে তাদের অনুগত বিসিআইসি ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট

তৈরী করে কালো বাজারে বেশি দামে সার বিক্রয় করছেন। স্বৈরাচার সরকার পতনের পর থেকে আওয়ামী লীগের অনুগত ডিলারগণ সারের কৃত্রিম সংকট করছে বলেও বক্তব্য দেন তারা।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ইমরান হোসেন জানান, সারের কোন সংকট নেই। বিসিআইসি ডিলাররা সার উত্তোলন করে বিএডিসি ও সাব ডিলারাদের মাঝে সরবরাহ করছেন, সার চাষীরা হুচুগে পড়ে একই কৃষক তাদের পরিবারের আইডি কার্ড নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার কিনে রাখছেন বলে আমাদের কাছে তথ্য এসেছে। এমনটা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, সরকারী ভাবে সারের কোন সংকট নেই। যদি কোন ডিলার বেশি দামে সার বিক্রয় করে তাহলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ এলাকার দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল সোমবার (৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি টিম গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বাজার ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের পাশে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (২৯) ও একই গ্রামের গোলাম জাকারিয়ার ছেলে সেলিম হোসেন (৩০)।

ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে তেঁতুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

এসআই আশরাফ জানান, ভারত সীমান্ত থেকে ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের খবর টের পেয়ে ওই মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাদের তেঁড়ে ধরা হয়।

উপপরিদর্শক আশরাফ আরও জানান, গ্রেফতারকৃত সেন্টুর বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪ টি ও সেলিম রেজার বিরুদ্ধে একটি মামলা আদালত বিচারাধীন রয়েছে। তাঁরা এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পুলিশের তালিকাভুক্ত।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে রাতেই গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে মাইকের উচ্চ শব্দে অতিষ্ট জনজীবন

মেহেরপুরের গাংনীতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর কারনে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। একই সাথে অতিষ্ঠ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি রোগীরাও। প্রশাসনিক ভুমিকা না থাকায় বেপরোয়া ভাবে প্রায় সব সময়ই উচ্চ শব্দে মাইক বাজানো হচ্ছে। উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর বিরুদ্ধে বারবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি এমন অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যেরাত পর্যন্ত উচ্চ শব্দে মাইক বাজিয়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচি, ভোগ্যপণ্য, ডাক্তারের সন্ধান, গরু-ছাগল হারানো সহ নানা প্রচারণা চালানো হয়। ফলে সড়কের পাশে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমার দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

মাইকের উচ্চ আওয়াজে শিক্ষার্থীরা রাতের বেলায় যেমন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না তেমনি রোগী ও তার স্বজনা মাইকের শব্দে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের অবহেলা আর নিস্ক্রিতার কারনে

বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র মাইকের ব্যবহার বাড়ছে। এতে করে শ্রবন শক্তি হারানোর পাশাপাশি নানা সমস্যায় পড়ছে এলাকাবাসি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শব্দ দূষণে শরীরের প্রথম আক্রান্ত হয় কান এবং শ্রবণশক্তি, অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকেন তারা ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারাতে থাকেন। শব্দদূষণের কারণে শিশু মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে। অতিরিক্ত শব্দে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মানসিক অসুখের ঝুঁকি বাড়ায় এছাড়া মানসিক ক্লান্তি উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুবিক সমস্যা, অমনোযোগিতা সৃষ্টি এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে। ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে শব্দদূষণের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই মাইকে নানা প্রচার প্রচারনা শুরু। মাইকের শব্দে কান ঝালাপালা অবস্থা। সঙ্গে আছে গাড়ির হর্নের শব্দ দূষণ। এই শব্দ দূষনের যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি চাই।

গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এখন পরীক্ষা চলছে। দিন রাত্রী সমানতালে মাইক বাজানো হচ্ছে। মাইকের আওয়াজে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায় না।

গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর ফলে ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। একারণে পাঠদান ব্যহত হয়। তাই উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন তিনি।

আইনজীবিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫এর ক্ষমতাবলে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং বিধিমালায় ‘নীরব’ ‘আবাসিক’, ‘মিশ্র’, ‘বাণিজ্যিক’ ও ‘শিল্প পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত করে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

বিধিমালার আওতায় নীরব এলাকায় দিনে (ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা) ৫০ ডেসিবেল ও রাতে (রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা) ৪০ ডেসিবলের বেশি আওয়াজ করা যাবে না। একইভাবে আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ দেখভাল না করার কারনে যত্রতত্র মাইক বাজানো হচ্ছে।

কয়েকজন মাইক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ক্রেতা ও শ্রতাদেরকে আকৃষ্ট

করতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজাতে হয়। সবাই তো মাইক বাজাচ্ছে, তাই আমরাও বাজাচ্ছি। মাইক বাজাতে প্রশাসনের অনুমতি নেয়া হয় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাইক বাজাতে অনুমতি নেওয়া লাগে নাকি। বাজারে যেভাবে মাইক বাজানো হয় ঠিক সেভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তো মাইক বাজানো হয়।

এবিষয়ে কথা বলতে পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফ্ফর হোসের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি ফোন (রিসিভ করেননি) ধরেন নি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আবারো বলা হবে। জনসচেতনার জন্য এবিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য আহবান জানান তিনি।

উচ্চশব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন বিষয়টা দেখছি।

গাংনী হানাদার মুক্ত দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আলোচনা সভা

শহীদদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার গাংনী মুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জন্য একটি গৌরবময় দিন। এই দিনে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা হামলা চালিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর সদস্যদের গাংনী উপজেলা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় গাংনী উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পতাকা উত্তোলন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা প্রমুখ। পরে মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল। এসময় বক্তব্য রাখেন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, হিসাব উদ্দীন মাস্টার, ইদ্রিস হোসেন, রায়হানুল কবীর, আলী হোসেন, গুরুদাশ হালদার, আব্দুর রউফ, আবুল হোসেন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান প্রজন্ম কমান্ডের গাংনী শাখার আহবায়ক কামরুজ্জামান প্রমুখ। এর আগে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্তরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের। কোনোভাবেই ইতিহাস যাতে বিকৃতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বলেন, ১৯৭১ এর ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে একযোগে হামলার পরিকল্পনা করেন। সে অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা কড়ুইগাছি, রাইপুর-শিমুলতলা, কুঞ্জনগর, ঝোড়পাড়া, শহড়াবাড়িসহ কয়েকটি গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গাংনী বাজারে রওনা হয়ে গোপালনগরে একত্র হন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন ক্যাম্পে একযোগে অভিযান চালান। এরপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্যরা কুষ্টিয়া রওনা হওয়ার পথে শুকুরকান্দির এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া হয়ে পালিয়ে যায়। এভাবেই গাংনী উপজেলা হানাদারমুক্ত হয়।

অবশেষে উচ্ছেদ হলো গাংনী বাসস্ট্যান্ডের সেই যাত্রী ছাউনি ও মালেক ফল ভান্ডার

জনগনের দীর্ঘ প্রত্যাশা ও দাবীর প্রেক্ষিতে অবশেষে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উচ্ছেদ করা হলো মেহেরপুরের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক মিষ্টান্ন এ্যান্ড ফল ভান্ডার। একই সাথে ভাঙ্গা হয়েছে মসজিদের ওযু খানা ও পাবলিক টয়লেট। যাত্রী ছাউনি ও মেসার্স মালেক ফল ভান্ডারে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় মফিজ ফল ভান্ডার নামের অপর একটি দোকান। তবে আইনী প্রক্রিয়া শেষে উক্ত দোকানটিকেও জনস্বার্থ রক্ষার্থে এবং সড়ক প্রস্বস্তকরনে অপসারণ করা হবে বলে জানান উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসব স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান। সড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনার কারণে সড়ক নির্মাণ কাজের বিঘ্নিত হচ্ছিল। সড়ক ও জনপদ বিভাগের জমি উদ্ধারের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি হবে।

উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের পক্ষে সহকারী কমিশনার ও ন্র্বিাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো সাজেদুল ইসলাম, সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌলী মিজানুর রহমান, সড়ক ও জনপদ বিভাগের ন্র্বিাহী প্রোকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা

আইন শৃংখলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেহেরপুরে দায়িত্বরত একটি টীম ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম দায়িত্ব পালন করেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর কুস্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রস্বস্তকরন কাজ চলমান রয়েছে। গাংনী বাসস্ট্যান্ডে ফোরলেন কাজে বাধা হয়ে দাড়ায় যাত্রী ছাউনি ও জেলা পরিষদের কয়েকটি দোকান। যার মধ্যে ছিল মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার, মফিজ ফল ভান্ডার ও ততসংলগ্ন যাত্রী ছাউনি। নকশা অনুযায়ী বাসস্ট্যান্ডে কাজে গলার কাটা হয়ে দাড়ায় জেলা পরিষদের দোকানঘর ও যাত্রী ছাউনি। গাংনী বিভিন্ন